সংবাদ

তারিখ ... 22 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

কাকিলাখালি স্কুলে চাকরির নামে ১১ লাখ আত্মসাৎ

প্রধান শিক্ষকের কারাদণ্ড

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে কাকিলাখালী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার নামে ১১ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল কুদ্দুসকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ সমপরিমাণ অর্থে দণ্ডিত করেছে আদালত। উপজেলার ভোগতী গ্রামের আবদুল মাজেদ সরদার বাদী হয়ে ১১ লাখ টাকার চেক ডিসঅনার মামলা করলে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ওই প্রধান শিক্ষক ফেরারি জীবনযাপন করছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ভোগতী গ্রামের আবদুল মাজেদ সরদারের মেয়েকে কাকিলাখালী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার কথা বলে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল কুদ্দুস ১১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় আবদুল মাজেদ সরদারের কাছ থেকে। দীর্ঘ দিনে চাকরি দিতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে রুহুল কুদ্দুস তার সোনালী ব্যাংক কেশবপুর শাখার একটি ১১ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন আবদুল মাজেদ সরদারকে। চেকটি নগদায়নের জন্য ২০১৩ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ সেপ্টেম্বর কেশবপুর শাখায় জমা দিলে তার হিসেবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় কর্তৃপক্ষ তা ডিজঅনার ঘোষণা করেন। এরপর ২০১৩ সালের ২২ অক্টোবর রুহুল কুদ্দুসকে লিগ্যাল নোটিস প্রদান করা হলেও তিনি টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন।

এ ঘটনায় ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর আবদুল মাজেদ সরদার বাদী হয়ে ১১ লাখ টাকার চেক ডিসঅনারের অভিযোগে মনিরামপুর উপজেলার আটঘরা গ্রামের আজিজ মোল্যার ছেলে ও কেশবপুরের কাকিলাখালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল কুদ্দুসকে আসামি করে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে মামলাটি করেন। যার নং- পি আর- ২৬১/১৩ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ মামলা নং- ২৪৮/১৪। দীর্ঘ শুনানি শেষে বাদীর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো. সামছুল হক আসামি রুহুল কুদ্দুসকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও চেকে বর্ণিত ১১ লাখ টাকার সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায় ঘোষণার দিন থেকে আসামি রুহুল কুদ্দুস পলাতক রয়েছেন।